তারিখ ... 05 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

সমকাল

ছিনতাই মামলার আসামি ঢাবি ও জবির ১১ ছাত্র

■ সাহাদাত হোসেন পরশ

ছিনতাই মামলায় ঢাকা ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ ছাত্রসহ ১৪ জনকে আসামি করে দু'একদিনের মধ্যে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হচ্ছে। তালিকায় থাকা আসামিদের মধ্যে ১০ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) এবং একজন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ছাত্র। বাকি তিনজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্ন কর্মী ও ক্যান্টিনবয়। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ছিনতাইয়ের ঘটনায় কোনো একক মামলায় এত বেশি সংখ্যক ছাত্রের আসামি হওয়ার ঘটনা এই প্রথম। দীর্ঘদিনের অভিযোগ, প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের কেউ কেউ ক্যাম্পাসের আশপাশ এলাকায় ছিনতাইসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে। ভুক্তভোগীদের কেউ কেউ পুলিশের কাছে বিভিন্ন সময় লিখিত অভিযোগও দিয়েছেন। এতে দেশের সর্বোচ্চ এই বিদ্যায়তনের সুনামও নষ্ট হচ্ছে।

দু-একদিনের মধ্যে চার্জশিট

এ ব্যাপারে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের ডিসি (দক্ষিণ) মাশরুকুর রহমান খালেদ সমকালকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনায় দায়ের করা একটি মামলার তদন্ত এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। এতে বেশ কয়েকজন ছাত্রের জড়িত থাকার তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে। শুধু জবানবন্দি নয়, সিসিটিভির ফুটেজ দেখে কয়েকজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। আজকালের মধ্যে জড়িতদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. এ এম আমজাদ সমকালকে বলেন, অভিযুক্ত ছাত্রদের মধ্যে রাজীব বাড়ৈকে এরই মধ্যে আজীবন বহিষ্কার করা হয়েছে। অন্যদের বহিষ্কার করা হয়েছে সাময়িকভাবে। আদালতে তাদের অপরাধ প্রমাণ হলে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে। এই গ্রুপটি শনাক্ত হওয়ার পর কিছুদিন ধরে ক্যাম্পাস এলাকায় ছিনতাই কমেছে।

দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, আসামির তালিকায় রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজীব বাড়ৈ, শাহিনুর ইসলাম, রাজীব মজুমদার, পার্থ সরকার, বিধান চন্দ্র রায়, বিপ্লব কুমার মণ্ডল, স্টালিন বালা, আল নাহিয়ান মিনার, রাসেল হোসেন ও শুকদেব বিশ্বাস। এ তালিকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অমিত কুমার দাশও রয়েছে। আসামির তালিকায় আরও আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্ন কর্মী সোহেল, হাবিবুর রহমান ওরফে হাবিব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীর ছেলে আল নাহিয়ান মিনার ওরফে নাঈম। আসামিদের মধ্যে পাঁচজনকে এরই মধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তারা হলো– রাজীব বাড়ৈ, সোহেল, অমিত কুমার দাশ, হাবিবুর রহমান ও শাহিনুর ইসলাম। শাহিনুরের বিরুদ্ধে আরও তিনটি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে একটি গণধর্ষণ মামলার আসামিও সে। এই মামলার আসামিদের অধিকাংশই জগন্নাথ

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

ছিনতাই মামলার আসামি

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

হলের ছাত্র। তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও আশপাশ এলাকায় অনেক দিন ধরেই কয়েকটি চক্র ছিনতাই, প্রতারণাসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজ করে আসছে। বিশেষ করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকায় বহিরাগত কাউকে দেখলে টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় তারা। অনেক সময় বান্ধবী নিয়ে কেউ ক্যাম্পাস এলাকায় বেড়াতে গেলে তাদের টার্গেট করে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটছে। অনেককে আবার জিম্মি করে ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড ছিনিয়ে নিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে গোপন পিন নম্বর জেনে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়।

যে মামলায় ১৪ জন ফেঁসে গেল : গত বছরের আগস্টে বান্ধবীকে নিয়ে ঘোরাফেরার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকা থেকে রাতে বাসায় ফিরছিলেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএর ছাত্র আনছার আলী। চারুকলার ছবির হাট হয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভেতর দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের কাছাকাছি পৌঁছার পর ৫-৬ যুবক তাদের ঘিরে ফেলে। এরপর সাংকেতিক শব্দ ব্যবহারের পর তাদের সঙ্গে যোগ দেয় আরও ১০-১২ জন। তারা আনছারের বান্ধবীর গলায় স্বর্ণের চেইন, মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়। এরপর আনছারের এটিএম কার্ড ছিনিয়ে নিয়ে গোপন পিন নম্বর জানতে চায়। পিন নম্বর জানাতে দেরি হওয়ায় দুর্বৃত্তরা আনছারের বান্ধবীকে ধর্ষণের হুমকি দেয়। এক পর্যায়ে তাকে বেদম মারধর করা হয়। আনছার পিন নম্বর জানালে একটি গ্রুপ সেখান থেকে সটকে পড়ে। ওই পিন নম্বর ব্যবহার করে টাকা তোলার বিষয়টি ফোনে সঙ্গীদের নিশ্চিত করার পর রাত ১০টার দিকে আনছার ও তার বান্ধবীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আহতাবস্থায় সেই রাতেই শাহবাগ থানায় জিডি করেন ওই যুবক। পরে তিনি এ ঘটনায় মামলা দায়ের করেন। শাহবাগ থানা থেকে মামলাটি তদন্তের জন্য গোয়েন্দা পুলিশের কাছে যায়। তদন্তে ধরা পড়ে টিএসসি এলাকার একটি বেসরকারি ব্যাংকের এটিএম বুথ ব্যবহার করে ছিনতাইকারী চক্রটি আনছারের হিসাব নম্বর থেকে টাকা তুলে নিয়েছে। দুই দফায় এটিএম কার্ড ব্যবহার করে তারা ৫০ হাজার টাকা উত্তোলন করে।